Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হনফা খাতুন

রোলঃ 228022168

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হনফা খাতুন

রোলঃ 228022168

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অহংকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ হনফা খাতুন, আইডিঃ 228022168 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অহংকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছাঃ হনফা খাতুন

আইডিঃ 228022168

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অহংকারের প্রতি আ'লা হযরতের অসন্তুষ্টি: 6

গ্রামবাসীদের নিচে বসতে দেননি: 8

লোকদের কাছে বড়ত্ব জাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা: 10

অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা: 21

মানুষের সাথে অসৎ ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া: 22

শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা: 23

মিথ্যে বা ভুলের উপর জিদ করা: 24

অহংকারের পরিণতি ও শাস্তিঃ 26

দুনিয়াতে অহংকারীর শাস্তি: 27

পরকালে অহংকারের শাস্তি: 28

অহংকারীরা কেয়ামত দিবসের সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত: 29

কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান ও অপদস্ত করে একত্রিত করবেন: 30

অহংকার দূরীকরণের উপায় সমূহ: 31

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা: 34

মানুষকে ক্ষমা করা ও সর্বদা নম্রতা অবলম্বন করা: 35

উপসংহার: 36

কোনো মানুষ যখন নিজেকে অন্য কোনো মানুষের তুলনায় উত্তম, উন্নত, ক্ষমতাধর কিংবা বড় মনে করে; অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের তুলনায় ছোট বা হেয় মনে করে; তার এই মানসিকতা কে অহংকার বলে। এটি একটি মানসিক অনুভূতি। তবে মানুষের কাজের মাধ্যমে এটার প্রকাশ ঘটে।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُ وَامَنهَا لا نُفَتَّحُ لَمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الحَيَاطِ وَكَذَلِكَ يَحزِي المُحرِمِينَ -

নিশ্চই যারা আমার আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা থেকে অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ছুঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা পাপীদের বদলা দিয়ে থাকি' (আরাফ ৭/৪০) অত্র আয়াতে আল্লাহ কুফরী বশে বা অজ্ঞতা বশে বলেলনি, বরং অহংকার বশে বলেছেন। ফলে অহংকারী কাফেরের জান্নাতে প্রবেশ করা ঐরুপ অসম্ভব, যে রুপ ছুঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব।

কাফের তওবা করে ঈমান আনতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তি জানার পরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি স্বীয় অহংকারের উপর অটল থাকে ও এক সময় সে ধ্বংশ হয়ে যায়। অহংকার তাই মারাত্মক পাপ। যা সাধারণত হিংসার পরেই আসে এবং যা অধিকাংশ পাপের উৎস। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ মানুষকে অহংকারের পাপ ও তার ভয়াবহ পরিণতি বিষয়ে সমাধান করেছেন।

সুতরাং আমাদের ও উচিত, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করা এবং অহংকারের মতো মন্দ আপদ থেকে নিজেকে বহু দূরে রাখা, আজকের এই বয়ানে আমরা অহংকারের পরিনতি এবং কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করা নিন্দা সম্পর্কে শুনবো।

আসুন সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের অহংকারকে কিরুপ অপছন্দ করতেন।

অহংকারের প্রতি আ'লা হযরতের অসন্তুষ্টি:

খলিফায়ে আ'লা হযরত মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী রযবী এর বর্ণনা হচ্ছে যে এক ব্যক্তি যার নাম আমার মনে নেই আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত, হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান এর খেদমতে উপস্থিত হোত এবং হুযুর (আ'লা হযরত) তাদের ওখানে তাশরীফ নিয়ে যান, তার মহল্লার এক গরীব মুসলমান পাশে পড়ে ছিলো তাতে সংশয় নিয়ে বসেই ছিলো, ঘরের মালিক খুবই কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগলো এমনকি সে অপমানে মাথা ঝুকিয়ে নিয়ে উঠে চলে গেলো। আ'লা হযরত ঘরের মালিকের এই অহংকারী আচরনে খুবই কষ্ট পেলেন কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুদিন পর সেই মালিক আ'লা হযরত তাকে নিজের খাটে বসতে দিলেন সে বসা ছিলো, করীম বখশ নামক এক হুযুর (আ'লা হযরত) এর ক্ষৌরকর্ম করার জন্য এলো' সে এই চিন্তায় ছিলো যে কোথায় বসবে? আ'লা হযরত বললেন: ভাই করীম বখশ! দাড়িয়ে আছো কেন? মুসলমানরা পরষ্পর ভাই ভাই এবং সেই ব্যক্তির পাশে বসার জন্য বললেন সে বসে গেলো, অতঃপর সেই (অহংকারী) ব্যক্তির রাগের এই অবস্থা হলো যে, যেন সাপ ফোঁসাচ্ছে, সে তখনি উঠে চলে গেলো, এরপর আর কখনো আসেনি। নিয়ম বহিভূর্ত যখন অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আ'লা হযরত বললেন এখন তো অমুক ব্যক্তি আসছে না! অতঃপর নিজেই বললেন আমি এরুপ অহংকারী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই না। (হায়তে আ'লা হযরত, ১/১০৫)

قَالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَةِ إِنِّي جَاوِلُهُ فِي الأَرْضِن خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلْ فِيمَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسفَكَ الدِّمَاءَ الدَّمَاءَوَنَ وَنَ مِنْ نُسَبِّحُ بِحَمدِك . قال إلى أعلمُ مَا لا تَعْلَمُونَ

আর তোমার পালন কর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাব, তখন ফেরেশতা গণ বলল তুমি কী পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত তোমার গুনকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন নিঃসন্দেহে আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না। মনে মনে তারা এও ভেবেছিল আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন না, যে আমাদের চেয়ে বেশি

জানে এবং তার নিকট আমাদের তুলনায় অধিক সম্মানিত হবে। এসবের পরও ফেরেশতাদেরকে যখন আল্লাহ বললেন তোমরা আদমকে সিজদা কর, সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এইতো ফেরেশতাদের পরিচয়। তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে। তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে। (১৬) কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বেড়ে ওঠা শয়তান মাটির আগুনের যুক্তি হাজির করল। সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ পাক কোরআন পাকে এরশাদ করেন

ابي وَاسْتَكْبَرُ وكان من الكافرين

সে অস্বীকৃতি জানালো এবং অহংকার করলো। আর সে ছিলো কাফেরদের অন্তভূর্ক্ত। (সূরা বাক্বারা: ৩৪)
এই হলো প্রথম অহংকারের ইতিহাস। ক্বোরআনে ক্বারীমে বর্ণিত প্রথম পাপের বিবরন। এ পাপের দরুন শয়তান অভিশপ্ত হলো, জান্নাত থেকে বিতাড়িত হলো, মানুষের শত্রুতার ঘোষনা দিয়ে পৃথিবীতে এলো। কত শক্ত শপথ সেদিন সে করেছিলো,

قَالَ فَبِهَا أَغوَ يَتَنِي لَا فَعدَنَ لَهُم مِيرُ اطلك المُسْتَقِيم ثم لا يَيَنَّهُم مِّنْ بَينَ أَيْدِيهِم ومن خَلْفِهِم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَهَاى لِهِم وَلَا تَجِدُ اكثرهم شكرين .

সে বলল, আপনি যেহেতু আমাকে পথচ্যুত করেছেন তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের দিক থেকে। তাদের পেছন থেকে, তাদের দিক ডান থেকে এবং বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সূরা আ'রাক ১৬—১৭) এই যে শয়তানের শপথ এবং এ শপথের শক্তিতে সে বিভ্রান্ত ও পথ হারা করে যাচ্ছে বনী আদমকে, এর মূলেতো সেই অহংকার। অহংকার তাই বিবেচিত হয় সবচেয়ে ভয়ংকর আত্মিক রোগ হিসেবে।

বর্তমান সবচেয়ে একটি ভয়ংকর রোগ হচ্ছে ক্যান্সার। এ রোগ মানুষের শরীরে লুকিয়ে থেকে এক সময় প্রকাশ পায়। রোগ প্রকাশ পাওয়া, রোগীর শরীরে বিভিন্ন আলামত ফুটে ওঠা ও এক প্রকার নি'মাত। কারন এর মাধ্যমেই রোগীর চিকিৎসার পথ উন্মেচিত হয়। কিন্তু অহংকার রোগটি এমন, মানুষ মনেই করেনা যে তারমধ্যে অহংকার আছে। রোগের অনুভূতিই যখন না থাকে তখন এর চিকিৎসার কথা ভাববে কী ভাবে?

গ্রামবাসীদের নিচে বসতে দেননি:

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী এর খেদমত দুজন গ্রাম্য লোক একটি মাসআলা জানার জন্য উপস্থিত হলো। তিনি তখন খাটে উপবিস্ট ছিলেন, গ্রাম্য লোক দুটি তার জ্ঞানের মর্যাদাকে সম্মান করে মাটিতেই বসতে লাগলো, কিন্তু বিনয় বশতঃ সেই গ্রাম্য লোক দুটিকে জোর করে শুধু খাটে বসালেন না বরং খাটের শিয়রের দিকেই বসালেন। আদেশ পালনার্থে তাদের তার সাথেই বসতে হলো এবং তিনি তাদের মাসআলার উত্তর প্রদান করলেন। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা আপনারা শুনলেন তো আল্লাহ ওয়ালাদের চরিত্র কী রুপ উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে তারা নিজের ইলম ও আমল তাকওয়া ও পরহেযগরী এবং উত্তম গুনাবলীর কারনে আল্লাহ তায়ালার দরবারে নৈকট্যশীল মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানিত এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা অবলম্বন করতেন যেমনটি আ'লা হযরত এবং মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান এর সম্পর্কে আমরা শুনলাম যে তারা তাদের নিকট আসা সাধারণ মানুষকে ও সম্মান করতেন বরং মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান তো গ্রাম্য লোকদের কে ও নিজের খাটের শিয়রের দিকেই বসালেন যাতে পায়ের দিকে বসার চেয়ে বেশী সম্মানিত করা হয়। নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তিত্বরা জানতেন যে কারো চেয়ে উত্তম হওয়া কোন মন্দ বিষয় নয় কিন্তু অহংকার বশতঃ নিজেকে কোন মুসলমানের চেয়ে উত্তম মনে করা খুবই মন্দ কাজ। সুতরাং আমাদের উচিত মোবারক ব্যক্তিত্বদের পদাঙ্ক অনুসরন করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করা এবং অহংকার থেকে বিরত থাকা, নম্রতায়

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানই কল্যান নিহত এবং অহংকারের ক্ষতিই ক্ষতি। হাদিসে পাকে বর্নিত আছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য যতটুকু বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তায়ালা তার ততটুকু মর্যাদা সমুন্নত করে দেন, এমনকি তাকে "আলা আলিঙ্গন" (সর্বোচ্চ মর্যাদা) দান করেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষতায় যতটুকু অহংকার করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ততটুকুই অধঃপতিত করে দেন, এমনকি তাকে আসফালূস সাফিলিন (সর্বনিম্ন স্তরে) নামিয়ে দেন। (আল ইহসানে বিতারতিব সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতু বাবুত তাওয়াযেয়ে ওয়াল কবর ওয়াল আজব, ৭/৪৭৫ হাদিস ৫৬৪৯)

এমনিভাবে অপর এক হাদিসে পাকে বর্নিত রয়েছে: যে আপন মুসলমান ভাইয়ের সামনে নম্রতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে উন্নতি দান করবেন এবং যে তার সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অপমানিত করে দেবেন। (আল মুজামুল আওসাত, ৫/৩৯০, হাদিস: ৭৭১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা। এই হাদিসে মোবারাকা সমূহে নিজেকে উত্তম ও উচ্চ মনে করা ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার বিষয় বিদ্যমান রয়েছে যে, যে ব্যক্তি অহংকারের কারনে আল্লাহ তায়ালার নিকট অপমান ও অপদাস্ত হয়, তার দুনিয়ার সম্মান ও প্রভাব নিশ্চয় কোন কাজের নয়। কেননা আসল সম্মান ও প্রভাব তো এটাই যে, বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বিনয় অবলম্বন করে এবং তার দরবারে সম্মানিত ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে যায়।

লোকদের কাছে বড়ত্ব জাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা:

মুসা (আ:) যখন ফেরাউনকে লাঠি ও প্রদিপ্ত হস্ততালুর নিদর্শন দেখালেন। তখন- ফেরাউন ভিত হলো। কিন্তু নিজের দূর্বলতা ঢেকে রেখে সে তার লোক দের জমা করল। অতপর তাদের উদ্দেশ্য ভাষন দিয়ে বলল:

أَنَا رَبُّكُمْ الأَعْلَى - فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالُ الآخِرَةِ والأولى -

আমি তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা। ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন (নাযে আত ৭৯/২৩-২৪ বাস্তুত: ফেরাউনী চরিত্রের লোকের কোন অভাব সমাজে নেই। সমাজে দুষণের জন্য প্রধানতঃ এসব লোকেরাই দায়ী। একবার হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর পিছে পিছে একদল লোককে চলতে দেখে খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তার প্রতি চাবুক উচু করলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাকে মারলেন। তখন তিনি এর কারন জিজ্ঞেস করলে খলীফা বললেন:

هَذَا ذِلَّةٌ لِتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلمُتبوع

এটা অনুসরণকারীর জন্য জন্য লাঞ্ছনাকর এবং অনুসৃত ব্যক্তি ফিতনায় নিক্ষেপকারী।৫১ প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (৪৬-৯৫) হিঃ তার অনুগমনকারীদের প্রতি অনুরুপ বক্তব্য রেখেছিলেন ৫২। এখানে ফিৎনা অর্থ অহংকার। অথচ উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর ন্যায় বিখ্যাত ছাহাবীর জন্য এরূপ ফিৎনায় পড়ার কোন অবকাশ ছিলনা। কিন্তু খলিফা ওমর (রাঃ) চেয়েছিলেন উবাইয়ের মনের মধ্যে যেন কণা পরিমান অহংকারের উদয় না হয়। তিনি চেয়েছিলেন যেন তার একভাই অহেতুক অহংকারের দোষে দোষী হয়ে জাহান্নামে পতিত না হয়। এটাই হলো পরস্পরের প্রতি ইসলামী ভালোবাসার সর্বোত্তম নমুনা। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। উল্লেখ্য যে উবাই বিন কাব (রাঃ) ছিলেন রাসুল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় কুরআন সংকলনকারী চারজন ছাহাবীর অন্যতম এবং যার সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, তোমরা চারজনের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শিখে নাও তাদের একজন ছিলেন উবাই। শুধু তাই নয় একদিন রাসুল (সাঃ) তাকে ডেকে বলেন আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমার উপর সূরা বাইয়েনাহ পাঠ করি। উবাই বললেন হ্যাঁ। তখন উবাই (খুশিতে) কাঁদতে

লাগলেন। ৫৪ এরূপ দৃষ্টান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকেও এসেছে। তিনি তার পিছনে অনুসরন কারীদের উদ্দেশ্য বলেন,

لَو تَعْلَمُونَ ذُنُوبِي مَا وَطِئَ عَقِبِي رَجُلَانِ وَلَحَنيتُم عَلَى رَأْسِي الْبَرَاب وَتَرَيدَتُ أَنَّ اللهَ غَفَرَ لِي ذَنبًا مِن ذُنُوبِي

আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে তাহলে দুজন লোক ও আমার পিছনে হাঁটতে না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গোনাহ সমূহ মাফ করুন।৫৫

আসুন বিনয় অবলম্বন করা এবং অহংকারের ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে বাচার প্রেরনা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করতে অহংকারের নিন্দা সম্পর্কে চারটি আল্লাহ তায়ালার বাণী শ্রবণ করিঃ যেমনটি ১৪ তম পারার সূরা নাহলের ২৩ নং আয়াতে খোদায়ে রহমানের শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারী দের পছন্দ করেন না। ২৪ তম পারার সূরা মু'মিনের ৩৫ নং আয়াতে রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ تَكَبَرِ جَبَّارٍ

ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ এভাবেই মোহর করে দেন। অহংকারী ও অবাধ্য ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর ২৪ তম পারায় সুরা মু'মিনের ৬০ নং আয়াতে খোদায়ে জাব্বার। ইরশাদ করেন।

ان الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّهُ دَخِرِينَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারের বিমুখ হয়, তারা অবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে। ৯ম পারায় সূরা আরাফের ১৪৬ নং আয়তে রাব্বুল ইবাদের বানী হচ্ছেঃ

سَأَعْرِفُ مَنْ أَيْتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

কানযুল ঈমান থেকে অনুনাদ: এবং আমি আমার নিদর্শন সমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে দেবো যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের অহংকার প্রকাশ করতে চায়। মুফাসসীরে কোরআন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জুরাইছ এই শেষ আয়াত এর উদ্দেশ্য হলো যে অহংকারীরা না কোরআনের আয়াতের প্রতি চিন্তা ভাবনা করতে পারবে, না তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। (ইহইয়াউল উলুম কিতাবু যাম্মিল কবর ওয়াল আজব, বাবু বয়ানি হাকিকাতুল করে ওয়া আ'ফতাহু(৩/৪২৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আপনারা শুনলেন তো! বান্দার জন্য অহংকার কিরুপ ধ্বংস ময় চরিত্র অহংকারী ব্যক্তি কোরআনের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং তা থেকে কি শিক্ষা ও উদ্দেশ্য অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং এমনই দুর্ভাগা যে, অপদস্ত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে যাবে।

اَلْأَمَانُ وَالْحَفِيظ

(আল্লাহর পানাহ)

দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এরূপ সতর্কবানীর পরও -অনেক মুর্খ লোক দম্ভ ও অহংকারের নেশায় এমন ভাবে মত্ত থাকে যে, গরীব, ফকির মিসকনি এতিম এমনি ভাবে বা দুনিয়াবী দিক দিয়ে নিজের চেয়ে মর্যাদাবানের প্রতি সম্মান করা তাদের সালাম করা বা সালামের উত্তর দেওয়া তাদের সাথে আপনি বলে সম্বোধন করা, তাদের পাশে বসা বা তাদেরকে নিজের সাথে বসানো, তাদের ওখানে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বা তাদেরকে নিজের এখানে কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া তাদের সাথে ভূল হয়ে যাওয়াতে ক্ষমা চাওয়া, তাদের সাথে সাথে বসে খাবার খাওয়া বা নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ানো তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি নিজের সম্মানের খেলাফ মনে করে। যদি কোন দয়ালু মুসলমান মন্দ কাজে লিপ্ত দেখে উপদেশ করে বা ভুলে কোন মুসলমানের মুখ থেকে তাদের সম্মান বিরোধী কোন কথা বের হয়ে যায় তবে এই বেচারার তো দূর্ভাগ্যই এসে যায় এবং তাকে সবার সামনেই কড়া কড়া কথা শুনানে হয়, যেমন আমাকে চেনো না আমি কে? তোমার সাহস কিভাবে হলো, আমার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলার? নিজের অবস্থাতো দেখো! দু' টাকার ও নয় আর আমাকে উপদেশ দিতে আসে, দুই মিনিটেই শিশুকালের দুধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবো, একটি লাগিয়ে দিলেনা দিনে ও তারা দেখবি ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখবেন সম্পদ ও রাজত্ব, পদ ও মর্যাদা স্বাস্থ্য ও শক্তি, জাত-ও বংশ, প্রভাব ও প্রতি পত্তি ইত্যাদি সবই অস্থায়ী ও ধ্বংশ শীল, সুতরাং এই জিনিসের অহংকারে লিপ্ত হয়ে মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করা ব্যক্তিদের উচিত যে সে যেন দম্ভ ও অহংকারের ক্ষতি সমূহকে নিজের দৃষ্টিতে রাখে এবং বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহর তায়ালার সৃষ্টির প্রতি সহনুভূতির প্রেরণা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করুন, নয়তো মনে রাখবেন যদি অহংকারের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হয় তবে খোদার কসম জাহান্নামের আযাব সহ্য করা যাবে না। আসুন দম্ভ ও অহংকারের ধ্বংশ লীলা

সম্পর্কে প্রিয় নবী এর ৪টি বানী শ্রবণ করি এবং এই মন্দ স্বভাব থেকে সত্যিকার ভাবে তওবা করি।

১। ইরশাদ হচ্ছে: নিকৃষ্ট ব্যক্তি, যে নিজেকে ভালো মনে করলো এবং অহংকার মনে করলো আর সবচেয়ে উত্তম ও মহামহি আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেলো। (সুনানে তিরমিযি কিতাবু শিফলিত সিফতিল কিয়ামাতে ৪/২০৩ হাদীসে: ২৪৫৬)

২। ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় জাহান্নামে একটি স্থান রয়েছে যাতে অহংকারীদের নিক্ষেপ করে উপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। (মাসাবিল আখলাক লিল খারাইতি, বাবু মা'জা ফি আজব ওয়াল, কবর..:, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৭৭)

৩। ইরশাদ হচ্ছে: অহংকারীদের কিয়ামতের দিন পিপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে উঠানো হবে যে, প্রত্যেক ছোট ছোট ব্যস্তই তার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, অতঃপর তাদেরবে জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যাকে বুলাস বলা হয় সেখানে আগুন তাদেরকে আবৃত করে নিবে (শুধু তাই নয় বরং তাদেরকে তিনাতুল খাবার অর্থাৎ জাহান্নামীদের পুঁজ পান করানো হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মুসনাদে আব্দুল্লা দিল্লা বিন ওমর বিন আ'স ২/৫৯ ৬ হাদিস: ৬৬৮৯)

৪। ইরশাদ হচ্ছে: যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

মুসলিম কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরিমিল কবর ওয়া বয়ানুহু, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬) হযরত আল্লামা আলী ক্বারী এই হাদিস পাকের আলোকে বলেন: জান্নাতে প্রবেশ হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, অহংকার সহকারে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং আযাব ভোগ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও অনুগ্রহে অহংকার ও সকল মন্দ স্বভাব থেকে পুতঃপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মির কাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল আদাব, বাবুল গযবি ওয়াল কবর, ৮ম খন্ড, ৮২৮, ৮২৯ পৃষ্ঠা)

এক. ধন-সম্পদ :

মানুষ আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে অহংকার বা বড়াই করে থাকে। তারা মনে করে ধন-সম্পদ তাদের যোগ্যতার ফসল, তারা নিজেরা তাদের যোগ্যতা দিয়ে ধন সম্পদ

উপার্জন করে থাকে। সুতরাং, যাদের ধন সম্পদ থাকে না তারা অযোগ্য ও অক্ষম। আল্লাহ্ তায়ালা ক্বোরআন কারিমে দুইজন বাগান মালিক সম্পর্কে এরশাদ করেন:
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

আর (এতে) তার বিপুল ফল-ফলাদি। তাইসে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলে সম্পদে আমি তোমার থেকে অধিক এবং জনবলে ও অনেক শক্তিশালী । সূরা কাহফ আয়াত: ৩৪) এখানে লোকটি তার ধন সম্পদ নিয়ে তারা অপর ভাইয়ের উপর অহংকার করে থাকে আল্লাহ তার অহংকারের নিন্দা করেন আর যে ভাই অহংকার করত না তার প্রশংসা করেন। আল্লাহ্ তায়ালা আরো এরশাদ করেন:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَومِ مُوسَى فَبَغَى عَليهِم وَآتَيْنَهُ من الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَه التَنُوا بِالعُصبة أولى القُوَّةِ -إِذْ قَالَ له قَومُه لا تفرح إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الفَرِحِينَ (٧) وابتغ فِيهَا أَتَى كَ اللهُ الدَّارُ الآخِرَةُ وَلا تَنسَ يَصِيبَكَ بن الدُّنْيَا وَأَحسِن كَمَا أَحسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبغِ الفَسَلا ى الأَرْضِ 1- إن الله لا يُحِبُّ المُفسدين (٢٧)

নিশ্চয় কারুন ছিলো মূসার অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর সে তাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধন ভাণ্ডার দান করেছিলাম যে নিশ্চয় তার চাবিগুলো এক দল শক্তিশালী লোকের উপর ভারী হয়ে যেতো, স্মরণ করুন যখন তার কওম বলল, দম্ভ করোনা নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়োনা তোমার প্রতি আল্লাহ যে রূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ করো। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ কারীদের -ভালোবোসেন না। সূরা ক্বাসাস, আয়াত: ৭৬, ৭৭)
"আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন।

فَإِذَا مَس الإنسنَمٌّ دَعَانَاتُهُ إِلَى خَوَلْتُهُ نِعْمَة مِنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَيْهِ بَلْ هِي مِنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُون

অতঃপর কোন বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করে সে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি আমার পক্ষ হতে থেকে নি'আমত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, জ্ঞানের কারনেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে। বরং এটা এক পরিক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (সূরা যুমার, আয়াত ৪৯) মানুষ যখন ধন সম্পদ লাভ করে, তখন সে মনে হতো তার যোগ্যতার ফসল। সে তার বুদ্ধি বিবেগ ও জ্ঞান দিয়েই ধন-সম্পদ লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আসলে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত তারা এও জানে না যে তাদের ধন -সম্পদ -কোথা থেকে আসে।

দুই. ইলম বা জ্ঞান:

অহংকারের অন্য একটি কারন হল, ইলম বা জ্ঞান। একটি কথা মনে রাখতে হবে আলেম, ওলামা, তালেবে ইলম ও তথাকথিত পীর মাশায়েখ ও বক্তাদের মধ্যে অহংকার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারন শয়তান তাদের পিছনে লেগে থাকে, চেষ্টা করে কীভাবে তাদের ধোঁকায় ফেলা যায় একারনেই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, আলেমদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ , ঝগড়া-বিবাদ ও মতো বিরোধ খুব বেশি। একজন আলেম মনে করে ইলমের দিক দিয়ে সেই হলো পরিপূর্ণ ও স্বয়ং সম্পন্ন, তারমত এত বড় জ্ঞানী জগতে আরকেউ নেই। অনেক সময় দেখা যায় একজন-আলেম -অন্য আলেমকে একে বাড়েই মূল্যয়ন করেনা বড়ং নিজেকে মনে করে বড় আলেম আর অন্যদের সে জাহেল ও নিকৃষ্ট মনে করে। এ ধরনের স্বভাব একজন আলেমের জন্য কতযে জঘন্য তা ভাষায় প্রকাশ করার যায় না। ইলম নিয়ে আহংকার কীভাবে করতে পারে? অথচ ইলম হলো আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কায়েমের মাধ্যম। ফলে যাদের ইলম আছে তারা আল্লাহর একেবারেই কাছের লোক। তারা কখনই তাদের ইলম দ্বারা গর্ব বা অহংকার করতে পাবেনা। যে ইলম মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তাহলো তথাকথিত ইলম বা জ্ঞান। এ ধারনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কোনো অর্থ হতে পারেনা। কারন বাস্তব ও সত্যিকার ইলম বা জ্ঞান দ্বারা বান্দা তার মহান রেনকে চিনতে পারে এবং জানতে পারে। একজন মানুষের মধ্যে যখন সত্যিংকার ইলম বা জ্ঞান থাকবে তখন সে সর্বাধিক বিনয়ী হবে এবং আল্লাহকেই ভয় করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

إِنهَا يَخشَى اللَّهُ مِن عِبَادِهِ العُلموا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।

নিশ্চই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (সূরা ফাতের, আয়াত:২৮) পাশাপাশি ইলম বা জ্ঞান-হলো পবিত্র-আমানত যা পবিত্র পাত্রেই মানায় অপবিত্র পাত্রে তা কখনই মানায় না। আর এমন ব্যক্তির ইলম নিয়ে মগ্ন হওয়া যার অন্তর নাপাকিতে ভরপুর ও চারিত্রিক দিক দিয়ে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট তা কখনোই শুভ হয়না। এ লোকটি যখন কোন কিছু শিখে তা নিয়ে সে অহংকার করা আরম্ভ করে এবং যতবেশি শিখে তার অহংকার আরো বাড়তে থাকে। ফলে তার জ্ঞান মানুষের জন্য অশান্তির কারন(৮০) অহংকারের আরেকটি প্রকার হলো’ বর্তমানে অনেক ছোট ছোট তালেবে ইলেমকে বড় বড় আলেমদের সমকক্ষ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের

কথা বলতে দেখা যায়। কোন মাসআলাতে বড় আলেমদের মতামতকে উপেক্ষা করে তারা নিজেরা মতামত দেয় এবং বলে তারাও মানুষ আমরাও মানুষ এ ধরনের উক্তি তাদের জন্য কখনই উচিত নয়। (৮১)

তিন: আমল ও ইবাদতঃ

অনেকেই তার ইবাদত ও আমল নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। সে মনে করে মানুষের কর্তব্য হলো তারা তাকে সম্মান করবে, সব কাজে তাকে অগ্রাধিকার দেবে এবং তার তাকওয়া তাহারাত ও বুজুর্গী নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করবে। আর সে মনে করে সব মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছে। শুধু সে একাই নিরাপদ। এমনটি বলা কোনো ক্রমেই উচিত নয়।

عن أَبِي هُرَ يَرَةَ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّي اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ همه فهو أهلكم قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : لا أدري ، أهلَكَهُم بالنصب، أو أهل عدم هم بالرفع

আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হবে বর্নিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এরশাদ করেন যখন কোন মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে মুলত: সেই তাদের মধ্যে সর্বাধিক ধ্বংস ব্যক্তি। বা সে তাদের ধ্বংস করেছিল। আল্লামা আবু ইশহাক বলেন আমি জানিনা শব্দটি কী যবর বিশিষ্ট যার অর্থ সে তাদের ধ্বংস করলো নাকি পেশ বিশিষ্ট যার অর্থ সেই তাদের চেয়ে অধিক ধ্বংসের মধ্যে আছে। (৮৩) ইবাদত ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলেও তা অনেক সময় মুমিনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। পক্ষান্তরে সালাফে সালাহীনের নীতি ছিল এই যে তারা সর্বদা নিজেকে অন্যের চাইতে হীন মনে করতেন। আল্লামা ইবনে যাওয়ী রহমাতুল্লাহী আলাইহি বলেন, কতেক অসর্ক সূফী আছে যারা তাদের নিজেদের মনে করে। তারা আল্লাহর মাহবুব ও মকবুল বান্দা আর অন্যরা সবাই নিকৃষ্ট ও পাপি বান্দা। তারা আরও ধারনা করে তার মান মর্যাদা অতি উচ্চে তাই সবাই তাকে সম্মান করে, তার মান মর্যাদা যদি উচ্চে না হত তাহলে তাকে কেউ সম্মান করত না। আবার কখনো কখনো সে এ ধারনা করে সে যমিনের কুতুব সে যে মর্যাদায় পৌছেছে তার এ আসন পর্যন্ত পৌছার মতো আর কেউ দুনিয়াতে নেই। (৮৪) আল্লামা খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার আযলা কিতাবে বর্নিত করেন আব্দুল্লা ইবনে মবারক খোরসানে পৌছলে মানুষের মুখে শুনতে পেলেন এখানে একজন লোক আছে যিনি তাকওয়া ও পরহেযগারিতে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত। এ কতা শোনে

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার ঘরে প্রবেশ করেন, কিন্তু লোকটি তার দিকে তাকাল না এবং তার প্রতি বিন্দু পরিমাণও ভ্রুক্ষেপ করেনি। তার অবস্থা দেখে আব্দুল্লা ইবনে মুবারক কাল ক্ষেপন না করে তার ঘর ঘর থেকে বের হয়ে চলে আসেন। তার পর তার সাথীদের থেকে এক লোক বলল, তুমি কী জান এ লোকটি কে? সে বলল না। তখন সে বলল, এ হল আমীরুল ম'মিনীন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, এ কথা শুনে লোকটি হতভম্ব ও নির্বাক হলো এবং দৌড়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট গেলো তার নিকট ক্ষমা চাইল এবং তার আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। তার পর বলল হে আবু আব্দুর রহমান! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং উপদেশ দাও। তখন আব্দুল্লাহ ইবমূল মবারক বললেন

إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحدٍ إلا رأيتَ أنَّه خيرٌ منك

যখন তুমি ঘর থেকে বের হও, তখন যাকেই দেখো মনে করবে সে তোমার থেকে উত্তম, আর তুমি তাদের চেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট। (৮৫) তাকে এ উপদেশ দেয়ার কারন হল, লোকটি নিজেকে বড় মনে করত এবং অহংকার করত। এ ছিল ধোকায় নিমজ্জিত একজন অহংকারী অবস্থা। সালফে সালেহীন ও আমাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা হল এ ধরনের লোকদের হতে সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কখনোই এ ধরনের আচরন করতেন না। তাদের থেকে বকর ইবনে আব্দুল্লাহ মুযানীর (মৃঃ ১০৬ হিঃ) কথা বর্ণিত, তিনি বলেন,

"نَظَرْتُ إِلى أَهْلِ عَرَفَاتٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ لَوْلا أَنِّي كُنْتُ فِيهِمْ بِهِ"

আমি আরাফার অবস্থান কারীদের দিকে তাকিয়ে দেখি এবং মনে মনে বলি, আমার মত পাপিষ্ট ও গুনাহগার লোক যদি না থাকত তাহলে আল্লাহ তায়ালার সকল আরাফা বাসীকে ক্ষমা করে দিতেন। (৮৬) একজন মুমিন সব সময় নিজেকে ছোট নিকৃষ্ট মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। তার আমল ইরাদত ও বন্দেগী যতই বেশি হোক না না কেন সে তার যাবতীয় সব ইবাদত কে খুব কমই বিবেচনা করবে। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুজাদ্দিদ খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযিম (৬১-১০১ হি:)রহমাতুল্লাহি আলাইহি কে বলা হলো যদি আপনি মারা যান তবে আমরা আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজাপাকে দাফন করবো, তখন তিনি বললেন,

لأن ألقى الله لكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلاً لذلك

একমাত্র শিরক ছাড়া আর বাকী সব গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকরা, আমার নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে দাফনের যোগ্য মনে করা থেকে উত্তম। (৮৭) আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস সালাম ওফাতকালে স্বীয় পুত্রকে ওসীয়ত করে বলেন, আমি তোমাকে দুটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি ও দুটি বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি। নির্দেশ ২টি হলো তুমি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কেননা আসমান ও জমিনের সবকিছু যদি এক হাতে রাখা হয় এবং এটিকে যদি এক হাতে রাখা হয়, তাহলে এটিই ভারী হবে। দ্বিতীয়টি হলো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী কেননা এটি সকল বস্তুর তাসবীহ এবং এর মাধ্যমেই সকল সৃষ্টিকে রুযি দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে নিষেধ করে যাচ্ছি দুটি বস্তু থেকে শিরক ও অহংকার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করা হলো আমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করি লোকেরা আমার কাছে এসে বসে। এগুলি কি অহংকার হবে? তিনি বললেন না। বরং অহংকার হলো সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। (৮৮) সত্য প্রত্যাখান করা ও নিজের ভূলের উপর যিদ হঠকারিতার বিষয়টি বেশি দেখা যায় বাতিল পন্থি লোকদের মধ্যে, কিছু সংখ্যক দল রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে এবং মূর্খ অবিবেচক লোকদের মধ্যে। তাদের প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই গবির্ত থাকে। পবিত্র ক্বোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিজেকে সংশেধানের আকাঙ্খা তাদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

চার: বংশ:

কতেক লোক আছে তারা উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারনে অন্যদের উপর বংশ নিয়ে গর্ব ও অহংকার করেন। সে অহংকার বশতঃ মানুষের সাথে মিশতে চায়না। তাদের সাথে মিশতে অপছন্দ করে এবং মানুষকে ঘৃনা করে। অনেক সময় অবস্থা এমন হয় তার মুখ দিয়েও অহংকার প্রকাশ পায়। ফলে সে মানুষকে বলতে থাকে তুমি কে? তোমার পিতা কে? তুমি আমার মত লোকের বংশ মর্যাদা না থাকার কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবেনা। একজন লোক যে বংশেরই হোক না কেন তার পরিচয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। এ কারনেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাবশী গোলাম হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কার কাফের সরদার আবু

জাহেল হতে বেশি উত্তম। একমাত্র ঈমানের কারনে হাবশী গোলাম হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের সরদার বলে আখ্যায়িত করেন। যেমন হাদিসে বর্নিত:

عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، أَخْبَرَنَا جَابَرُ بنُ عَبدِ اللهِ ضِيَ اللهُ عَنهُمْ ، قَالَ : كَانَ يَقُو بَعرَ سَيِّدُنَا ، وَأَعتَقَ سَيِّدُنَا يَعْنِي بلالاوَأَعتَقَ سَيِّدُنَا يَعْنِي بلالا (৮৯)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত তিনি বলেন হযরত ওমর রাদিয়া্ল্লাহু আনহু বলতেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আমাদের সরদার এবং তিনি আমাদের সরদার বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাসত্ব ও গোলামী হতে মুক্ত করেন। (৯০)

عَنِ المَعرُورِ هُوَ ابْنُ سُوَيدٍ ، عَن أَبِي ذَرِّ ، قال : أَيتُ عَلَيهِ بُردًا ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُردًا ، فَقَالَ : لَو أَخَدت ذَا فَلَبِستَهُ كَانَت حُلَّةٌ ، وأَعطَيْتَهُ ثُوبًا أَخَرَ ، فَقَالَ : كَانَ يني وَبَينَ رَجُلٍ كَلَامُ، وَكَانَت أنه أَعجَمِيّة، نَزِلْتُ مِنهَا ، فَذَ تَرْنِي إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي أَسَابَيتَ فُلَانًا قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ أَفَزِلْتَ مِنْ أُمَّهِ قُلْتُ نعم ، قَالَ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَا مِلِيةٌ قُلتُ عَلى حِينِ سَاعَتِي : هَذِهِ مِن كَبَرِ السِّنَّ قَالَ : نَعَم ، هُم إِخْوَانُكُم ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحتَ أَيدٍ عم ، فَمَن جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحتَ يَدِهِ ، فَلْيُطجِدهُ مِمَّا يَأكُلُ، وَلَيَلبِسهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفُه من العَمَلِ مَا يَغْلِبُه ، ، فَإِن كَلَّفَه - مَا يَخلِبُهُ فَليُعِنهُ عَلَيْهِ (৯১)

মারুর ইবনে সুরাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখি তার গোলামকে ও ঠিক একই চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখি। আমি তাকে বললাম যদি তুমি চাদরটি নিতে এবং তা পরিধান করতে তাহলে তোমার জন্য একটি সেট হয়ে যেত! আর গোলামকে তুমি অন্য একটি কাপড় পড়তে দিতে পারতে। তখন তিনি বললেন আমি ও অপর এক লোকের সাথে আমার তর্ক - বিতর্ক হয়েছিল। আর লোকটির মা ছিল এক অনারবীয় মহিলা ঘটনাক্রমে আমি তার মায়ের সামলোচনা করি ও গালি দিই। তারপর আমার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা্ল্লামের নিকট আলোচনা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন তুমি কী অমুক কে গালি দিয়েছো? আমি উত্তর দিলাম জ্বী হ্যা। তার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি কী তার মায়ের সমালোচনা করেছ? আমি বললাম জ্বী হ্যা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু বলেন তুমি এমন এক লোক যে তোমার মধ্যে এখন জাহেলিয়াত (অজ্ঞতা) রয়ে গেছে। আমি আরয করলাম আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে জাহিলিয়াত। তারপর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (তার খাদেম বা দাসদাসীরা) তোমাদের ভাইয়ের মত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। মনে রাখবে। যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোন ভাইকে তোমাদের অধীনস্থ করে দেয়, সে যেন নিজে যা খায় তাকে ও তা খেতে দেয়, আর সে যা পরীধান করে তাকেও তা পরিধান করতে দেয়। তার উপর এমন কোন কাজ চাপিয়ে দেবেনা যা তার কষ্টের কারন হয় ও তাকে পরাহত করে। আর যদি এ ধরনের কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সে যেন তাকে সহযোগীতা করে। (৯২) ইসলামে কারোর উপর কারো কোন প্রাধান্য নেই একমাত্র প্রাধান্য হলো ত্বাকওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং একজন উচ্চ বংশের লোক তার মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে তাহলে তার উচ্চ বংশীয় মর্যাদা কোন কাজে আসবেনা। আর একজন লোক সে নিম্ন বংশের কিন্তু তার মধ্যে ত্বাকওয়া আছে, তাহলে সে তার ত্বাকওয়ার কারনে উচ্চ মর্যাদার অধীকারী হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَأَيُّمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُكُم مِّن ذَكَرُو أُنثَى وَجَعَلْتُهُم شُعُوبًا فَبَايِلَ لِتُعَارِفُوا ه - إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتَقَىعُمر إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

হে মানুষ আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরষ্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক ত্বাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (সূরা হুজরাত আয়াত-১৩) । (৯৪)

অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা:

মূসা ও হারুন (আঃ) ফেরাউনের কাছে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা বলে ছিলো:

فَقَالُوا أَنُؤْ مِنْ لِبَشَرَينِ مِثْلِنَا وَقَد مُهُم لَنَا عَابِدُونَ

দু'ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদের মত মানুষ এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে? (মুমিনূল ২৩/৪৭)।

মক্কার কাফের নেতারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এর নিকট থেকে বেলাল কুবায়ের জুবায়ের ইবনে মাসুদ প্রমুখ দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সরিয়ে দিতে বলেছিল যাতে, তারা তার সঙ্গে বসে পৃথকভাবে কথা বলতে পারেন।

তখন আয়াত নাযিল হয়

لا تَطرُهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُنَ جهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم من شَيْءٍ فَتَطَرْدَهُم فَتَحُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ - (الأنعم (٥٢)

যেসব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং এর মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিও না তাদের কোন আমলের হিসাব তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার কোন আমলের হিসাব তাদের দায়িত্বে নেই। এরপরেও যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ' (আন' আম ৬/৫২) । ধনে জনে ও পদমর্যাদার নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি মনের মধ্যে কোন তুচ্ছ ভাব উদ্রেক হওয়াটা অহংকারের লক্ষণ। অতএব এই স্বভাবগত রোগ কঠিন ভাবে দমন করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যকে খেয়ে বন্যকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তারা ওইসব দুর্বল শ্রেণীর লোকদের পায়ের নিচে থাকবে। এটি হবে তাদেরকে দুনিয়ায় হেয় জ্ঞান করার বদলা স্বরুপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

يُحشَرُ المُتَكَبَّرُونَ يَومَ القِيَامَتِ أَمْثَالَ الذَّر فِي صُورٍ الرِّجَالِ يَغْشَا هُمُ الذُّلُّ مِن كُلِّ مَعَن فَيَسَاقُونَ إِلَى سِجن فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى يُولَسَ تَعْلُوهُم نَارُ الأَنيَارِ يُسقون من مصارة أهلِ النَّارِ طِينَةِ الخُبَالِ

অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়ার সাদৃশ্য। সর্বোচ্চ লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের ভুলাস নামক জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পুজ রক্তে পূর্ণ তিনাতুল খাবলে নামক নদী

থেকে পান করবে। (৫৬) একদিন সাহাবী আবুজর গিফারী (রাঃ) নিগ্রো মুক্ত দাস বেলাল (রাঃ) কে তার কালো মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে কিছু বললে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন

يا أَنَا ذَر أَعَيَّرَتَهُ بِأَمَّهُ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً

তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে। (৫৭) আবুজর গিফার এর ন্যায় একজন নীর অহংকার বিনয়ের স্বাভাবিক একদিনের একটি সাময়িক অহংকারকে ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বরদাসত করেননি।

মানুষের সাথে অসৎ ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া:

অহংকার অন্যতম লক্ষণ। হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেন একদিন জৈন জৈনিক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। তিনি বললেন, তোমরা ওকে অনুমতি দাও। সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই ও কতই না মন্দ পুত্র! অতঃপর লোকটি যখন প্রবেশ করলো, তখন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তার সাথে অতীত নম্রভাবে বললেন। পরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে আল্লাহর রাসূল! আপনি লোকটি সম্পর্কে কিরূপ মন্তব্য করলেন। আবার সুন্দর আচরণ করলেন। ব্যাপারটা কি? জবাবে তিনি বললেন হে আয়েশা

"تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَن

সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে ও ছেড়ে যায় তার ফায়েশা কথার ভয়ে। (৫৮)

শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা:

এটি অহংকারের একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ কাউকে বড় করলে সে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং যার মাধ্যমে তিনি বড় হয়েছেন ও যিনি তাকে বড় করেছেন সেই বান্দা ও আল্লাহকে সে ভুলে যায়। সে এই কথা ভেবে অহংকারী হয় যে, আমি আমার যোগ্যতা বলেই বড় হয়েছি। তাহলে সে আর অন্যকে সম্মান করে না। সে তখন শক্তির জোরে বা সুযোগের সদ্য ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করে। সম্মানের হতে পারে বা মাল সম্পদের হতে পারে। অন্যায় ভাবে কারো সম্মানে করলে কিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিকে পিপড়া সাদৃশ্য করে লাঞ্ছনা করা অবস্থায় হাটানো হবে। অথবা তাকে ওই মাল সম্পদ ও মাটির বিশাল বোঝা মাথায় বহন করে থাকতে বাধ্য করা হবে।(৬০) যা জাহান্নামে হবার বাস্তব নিদর্শন। এই স্বভাবের লোকেরা এভাবে প্রতিনিয়ত হাক্কুল ইবাদ নষ্ট করে থাকে। অতঃপর তাদের হক পূর্ণ না করে নিজেরা ঘন ঘন হজ্জ ও ওমরায় যায়। আর ভাবে যে সত্য ভূমিষ্ঠ শব্দ ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় তারা পাপমুক্ত হয়ে ফিরে এলো। আদৌ নয়। আল্লাহর হক আদায়ের মাধ্যমে কখনোই বান্দার হক বিনষ্টের কাফফারা আদায় হয় না বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

اتقا دَعوَةَ المَظْلُوم ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَينَ اللَّهِ حِجَابٌ

তুমি মজলুমের দোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই। (অর্থাৎ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়) ৬১

الظلم ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ

জুলুম কিয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। ৬২ তিনি একদিন বলেন তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বললো যার কোন ধন সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতে মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন সালাত সিয়াম যাকাত নিয়ে হাজির হবে । অতঃপর লোকেরা এসে অভিযোগ করে বলবে যে, তাকে ঐ ব্যক্তি গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার মাল গ্রাস করেছে, হত্যা করেছে প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকি থেকে তাদের একে একে বদলা দেওয়া হবে। এভাবে বদলা দেওয়া শেষ হওয়ার আগেই, যখন তার নেকি শেষ হয়ে যাবে, তখন বাদীদের পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা

হবে। অবশেষে ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ৬৩ রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন কেয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেওয়া হবে । এমনকি শিং ওয়ালা ছাগল যদি শিং বিহীন ছাগলকে গুতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে সেটারও বদলা নেওয়া হবে। (মানুষকে ন্যায় বিচার দেখানোর জন্য)

ابغُونِى فِي ضُعَفَائِكُم فَإِنَّمَ تُرزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضُعَفَائِكُم

তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর। কেননা তোমাদেরকে রুজি পৌঁছানো হয় ও সাহায্য করা হয় তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে। এর অর্থ তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ করো দুর্বলদের প্রতি তোমাদের সদ্য ব্যবহার মাধ্যমে। তিনি বলেন, যখন খাদেম তোমার খাবার নিয়ে আসে, তখন তুমি তাকে খাইয়ে তুমি শুরু করো। বা তাকে এক লোকমা খাদ্য দাও। আল্লাহ বলেন তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর ভাবে কথা বলো" (বাক্বারাহ ২/৮৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম বলেন যেখানেই তুমি থাকো আল্লাহকে ভয় করো। আর মন্দের পিছে পিছে উত্তম আচরণ করো। তাহলে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে। ৬৭ আল্লাহ বলেন ভালো মন্দ সমান নয়। অতএব তুমি মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে। (হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)

মিথ্যে বা ভুলের উপর জিদ করা:

এটি অহংকারের অন্যতম নিদর্শন। নবীগণ যখন লোকদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন তখন তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতো এবং নিজেদের ভুল ও মিথ্যার উপর জিদ করত। যদিও শয়তান তাদেরকে(এর মাধ্যমে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে (লোকমান৩১/২১) কেবল কাফেরদের মধ্যে নয় বরং মুসলমানদের মধ্যেও ও উক্ত দোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিট ও বিদআত অভ্যস্ত লোকেরা বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত পাপের উপর টিকে থাকে। এমনিভাবে বিচারক ও শাসক শ্রেণী তাদের ভুল রায় থেকে ফিরে আসেন না। বরং একটি অন্যায় প্রবাদ চালু আছে যে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে

না। অথচ মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। খলিফা ওমর (রাঃ) যখন আবু মুসা আশ' আরী (রাঃ) কুফার গভর্নর পরে পাঠান, তখন তাকে লিখে দেন যে, তুমি গতকাল কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে। সেখান থেকে ফিরে আসতে কোন ব্যস্ত যেন তোমাকে বাধা না দেয়।

تَرْجُوعُ إِلَى الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الشَّهَادِي فِي البَاطِلِ

কেননা মিথ্যার উপর টিকে থাকার চাইতে সত্যের দিকে ফিরে আসা অধিক উত্তম। ৬৮

আব্দুল আজিজ (৯৯-১০১ হিঃ) বলতেন-

من كِتَابٍ أَيْسَرُ عَلَى رَدًّا مِن كِتَابِ قَضَيتُ بِهِ ثُمَّ أَنَّ حَقَّ فِي غُيرِهِ فَفَسَخَنه -

আমি সিদ্ধান্ত দিয়েছি এমন কোন বিষয় বাতিল করা আমার নিকটের সবচেয়ে সহজ, যখন আমি দেখি তার বিপরীত টাই সত্য। ৬৯ আব্দুর রহমান মেহেদী(৩৫-১৯৮) হিঃ বলেন আমরা এক জানাজায় ছিলাম। যেখানে ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান যিনি তখন রাজধানী বাগদাদের বিচার পতির দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে ভুল উত্তর দেন তখন আমি বললাম

أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا

তো আপনাকে সংশোধন হওয়ার তৌফিক দিন। সঠিক উত্তর হল এই। তখন তিনি কিছুক্ষণ দৃষ্টি অবনত রাখেন, অতঃপর মাথা উঁচু করে দুবার বলেন إذا أرجع وأنا صاغر

এখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি লজ্জিত অতঃপর বললেন

أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن اكون رأسا في الباطل

ভুল স্বীকার করে হক এর লেজ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় বাতিলের মাথা হওয়ার চাইতে। ৭০ অর্থাৎ হক এর অনুসারী হওয়া বাতিলের নেতা হওয়ার চাইতে অনেক উত্তম।

অহংকারের পরিণতি ও শাস্তিঃ

দুনিয়াতে অহংকারে পরিণতি হল লাঞ্ছনা। আর আখিরাতের পরিণতি হল তিনাতুল খাওয়াল অর্থাৎ জাহান্নামীদের কোচ রক্ত পান করা। যার অন্তরের যতটুকু অহংকার সৃষ্টি হবে তার জ্ঞান ততটুকু হ্রাস পাবে। যদি কারো অন্তরে অহংকার স্থিতি লাভ করে, তবে তার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যাবে। বোধশক্তি লোপ পায়। সে অন্যের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কাম্য সম্মান না পেলে সে মনে কষ্ট মরতে বসে। তার চেহারায় ও আচরণ, ে জবানে ও কর্মে কেবলই অহংকারের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফলে মানুষ তার নিকট থেকে সরে পড়ে। একসময় সে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। একাকীত্বের যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বাহিরে থাই বজায় রাখে। এভাবেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। বদরে যুদ্ধে আবু জাহল মরার সময় বলেছিল

فقَالَ : وَهَل فَوقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ - أَوقَالَ : قَتَلَهُ قَومُهُ ، الَ أَبُو مِجلَ : قَالَ أَبُو جَهل : فَلَو غِيرُ أَثَمارِ قَتَلَنِي

আমার চাইতে বড় কোন মানুষকে তোমরা হত্যা করেছ কি? অন্য বর্ণনায় এসেছে মদিনায় ওই চাষীরা ব্যতীত যদি অন্য কেউ হত্যা করত? (১১ ২) রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন

ألا أخبركم بِأَهلِ الجَنَّةِ كلُّ ضَعِيفًا مُتَضَفٍ لو أَقَسَمَ عَلَى اللهِ لأُبَرَّهُ ، الا أخبِرُ كُم بِأَهلِ النَّارِ كُلُّ عُتُل جو

আমি কি তোমাদের কে জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দেবো না? তা হলো দুর্বল এবং যাদেরকে লোকেরা দুর্বল ভাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল ও বাস্তবায়ন করেন। অথবা তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামিদের বিষয়ে খবর দিব না। তারা হলো বাতিল কথার উপর ঝগড়া কারি , হঠকারী ও অহংকারী। (১১৩)

দুনিয়াতে অহংকারীর শাস্তি:

আল্লাহতালা অহংকারের শাস্তি শুধুমাত্র আখিরাতে নয় দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন। ইতিহাস পর্যালো পর্যালোচনা করে দেখা যায় আগেকার অনেক জাতি ধন সম্পদ ও শাসন ক্ষমতা নিয়ে অহংকার ও বাড়াবাড়ি করার কারণে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছেন।

ঘৃণা ও অপমান:

একজন অহংকারকে তার চাহিদার বিপরীত দান করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন সে মানুষের নিকট চায় সম্মান কিন্তু মানুষ বিপরীতটি উপহার দেয় তথা ঘৃণা। অহংকারীকে লোকেরা নিকৃষ্ট মনে করে এবং ঘৃণা করে। এটি হলো, একজন অঙ্গার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ শাস্তি। দুনিয়ার চিরন্তন নিয়মই হলো অহংকারীকে কেউ ভালো চোখে দেখেনা। সবাই তাকে ঘৃণা করে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজেকে বড় মনে করে আল্লাহ তাআলা তাকে ছোট করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আর যে ব্যক্তি হকের বিপক্ষে বড়াই করে আল্লাহ তায়ালা তাকে অসম্মান ও অপমান করে।

বিপদ আসা:

দুনিয়াতে তাদের নানা শাস্তি দেওয়া হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকারীদের দুনিয়াতে শাস্তির ঘোষণা দিয়ে এরশাদ করেন

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قَالَ : : قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَليهِ وسَلَّم : لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُعتَبَ فِي الجَبَّارِينَ ، فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهم"

একজন মানুষ সর্বদা অহংকার করতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে তখন তার নাম জাব্বারিন তথা অহংকারীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে এমন আজাব আক্রান্ত বা ব্রাশ করে যা অহংকারীদের গ্রাশ করেছিল। (১১৫)

নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া:

অহংকার নিয়ামত সমূহ ছিনিয়ে নেওয়া আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

عَن عكرمة بن عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بن سَلَمَة بن الأكوع ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : كل بِيَمِينِكَ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لا استطعت مَا مَنَعَهُ إِلى الكِبرُ، قَالَ : فَمَارَ فَعَهَا إِلَى فِيهِ (১১৬)

হযরত সালানা ইবনুল আকুয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের দরবারে বাম হাত দিয়ে খানা শুরু করলে রাসুল (সা) তাকে বললেন ডান হাত দিয়ে খাও।উত্তরে লোকটি বলল আমি পারছি না তার কথার প্রেক্ষাপটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন তুমি পারবেও না! মূলত রাসূল সা: এর কথা অনুসরণ করা হতে তাকে তার অহংকারী বিরত রাখে। বর্ণনাকারী বলেন লোকটি আর কখনোই তার হাতকে মুখ পর্যন্ত ওঠাতে পারেনি। (১১৭)

পরকালে অহংকারের শাস্তি:

অহংকার কারীর শেষ পরিণতি হল জাহান্নাম। কেননা সে অহংকারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেপরোয়া হয়ে যায়। নিজেকে অনেক বড় ও ক্ষমতাবান এবং শক্তিশালী মনে করে এবং মানুষকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। গর্ব অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য।

অহংকারী ধ্বংস প্রাপ্ত লোকদের সাথে ধ্বংস হবে।

عن فضالة بن عبيد قَالَ : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل ينازع الله في كبر يَارِهِ ، فَإِن رِداءَه الكبرياءه ، وَإِزارَهُ الحَرَّةَ وَرُجُلٍ يشك في أمر الله ، والقنوط مِن رَحْمَةِ الله -

হযরত ফাদ্বালা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল(সা.) এরশাদ করেন তিন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে তোমরা আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। এক: যে ব্যক্তি আল্লাহর গর্ত নিয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে কারণ বড়ত্ব হল আল্লাহর কুদরতের চাদর আর তার পরিধেয় হলো ইজ্জত। দুই: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

তিন: যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়।

অহংকারীরা কেয়ামত দিবসের সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত:

অহংকারীরা কিয়ামত দিবসে রাসূল (সাঃ) এর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও অবস্থানের দিক দিয়ে অনেক দূরে হবে।

عَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِنَّ مِنْ أَحَبكُم إِلَيَّ وَأَقْر بَكُم مِنِّي مَجْلِسًا يوم القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُم أَخلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُم إلي وَأَبْعَدَ كُم مِنِّي مَجلِسًا يَومَ القِيَامَةِ التَّر ثارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَفَيهِقُونَ (১২০)

হযরত জাবেদ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) এরশাদ করেন কিয়ামত দিবসে আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি এবং মজলিসের দিক দিয়ে আমার সর্বাধিক কাছের লোক সে হবে তা তোমাদের মধ্যে যা চরিত্র খুব সুন্দর। আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি, মজলিসের দিক দিয়ে আমার থেকে সর্বাধিক দূরের লোক, যে ইচ্ছা করে বেশি কথা বলে, কথার মাধ্যমে মানুষের উপর অহংকার করে, এবং যে ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বলে অন্যের উপর নিজের ফজিলত বর্ণনা করে। (১২)

অহংকারীর উপর আল্লাহর তায়ালার ক্ষুব্ধ:

অহংকারীরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তার উপর ক্ষুব্ধ।

مَدَّ ثَنَا يَحيَى بن إسحاقَ أَخبَرَنَا يُونُسُ بنُ القَاسِمِ الحَنَفِيُّ يَمَامِيُّ مع سمعت عمر مة بن خَالِدٍ المَخرُ ومِيٌّ يَقُولُ سَمِعتُ ابن عمر رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَن تَعَظَّمْ فِي نَفسِهِ أو اخْتَالُ فِي مِشيَتِهِ لَقِي اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غُضْبَانُ(১২২)

অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বড় মনে করে এবং হাটার সময় অহংকার করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তার উপর রাগান্বিত। (১২৩)

কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান ও অপদস্ত করে একত্রিত করবেন:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَومَ القِيَامَةِ أَمْثَالُ الذَّرْ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ اللَّهُ مِن كُلَّ مَكَانٍ ، فَيُسَاقُونَ إِلى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمِّي بُو لَسَ تَعلُوهُم نَارُ الأَنيَارِ يُسْقُونَ مِن عُوصَارَة أَهلِ طِينَةُ الخَبَالَ : هَذا حَدِيثٌ حَسَن (১২৪)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন অহংকারীদের কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতে ছোট ছোট পিপড়ার মত করে একত্র করা হবে। অপমান অপদস্থ সব দিক থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলবে। তারপর তাকে জাহান্নামের মধ্যে একটি জেলখানা যার নাম বুলাস। তার দিকে টেনে নেওয়া হবে। তাদেরকে জাহান্নামের পর্যন্ত আগুন চতুর্দিকে থেকে গ্রাশ করে ফেলবে। আর জাহান্নামিদের পিত্ত, পুঁজ, ও বমি তাদেরকে পানীয় হিসেবে দেওয়া হবে। (১২৫)

অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مُعبَدِ بنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعتُ مَارِثَةَ بن وَهَبِ الغُزَاعِي ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلا أخبِرُ كُم بِأَهلِ الجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعْفٍ ، تو أَقسَمَ على اللهِ لأَبَرَّهُ ، أَلا أخبِرُ كُم بِأُهلِ الكاركُلُّ عُتُل ، جوان مستكبر (১২৭)

হাবেসা ইবনে ওহাব আল খুযায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি আমি তোমাদের থেকে কারা জান্নাতি তাদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হলো সব দুর্বল ও অসহায় লোকেরা তারা যদি আল্লাহর শপথ করে আল্লাহ তায়ালা শপথ পূর্ণ করেন এবং তাদের দায়মুক্ত করে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করে, আমি কি তোমাদের কারা জাহান্নামে যাবে তাদের বিষয়ে খবর দেবো? তারা হল সব অহংকারী, দাম্ভিক ও হঠকারী লোকেরা। (১২৮) আর কাফিরদের কে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজা গুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসুলগণ আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতেন এবং এদিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে কাফেরদের উপর আজাবের বানী সত্যে পরিনতি হল। তাদেরকে বলা হবে তোমরা জাহান্নামের

দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। চিরকাল তোমরা সেখানে অবস্থান করবে। অহংকারীদের বাসস্থান কতই না মন্দ। (সূরা যুমার, আয়াত ৭১ , ৭২)

অহংকার দূরীকরণের উপায় সমূহ:

অহংকার মানুষের ভিতরে লুকায়িত একটা বিষয়ের নাম। একে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। কিন্তু একে দমিয়ে রাখতে হবে, যেন মাথা উঁচু করতে না পারে। যেমন ঝারিয়ে সাপের বিষ নামাতে হয় । মাঝেমধ্যে এই বিষ যে উদয় হলেই বুদ্ধাদের মত একে হওয়া করে দিতে হবে। তাই অহংকার কি কারণে জন্য কেবল আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয় বরং এ রোগের রীতিমতো চিকিৎসা ও প্রতিষেধক প্রয়োজন। নিম্নে এ বিষয়ে বর্ণিত হল:

১। নিজের সৃষ্টি ও মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখুন:

মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। (দাহর ৭৬/১) । দুর্বল সে লাশে পরিণত হবে। আর মৃত্যুর ঘন্টা সর্বদা তার মাথার উপর ঝুলে আছে। হুকুম হলেই তা বেজে উঠবে এবং তার রূপ এবং যার হুকুমে তার দেহে এসেছিল তার কাছেই চলে যাবে। তার প্রাণহীন আসাড় দেহটা পড়ে থাকবে দুনিয়ায় পোকার খোরাক হওয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন।

أَوَلَم يَرَ الإِنسَانُ أَنا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ - وَضَرَبَ لَنَا مِثَلاً وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مِن يُحْيِ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُل يُحيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -

মানুষ কি দেখে না যে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি একটি শুক্রাণু হতে। অথবা সে এখন হয়ে পড়েছে প্রকাশ্য বিতর্ককারী। মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টির সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে কে এই পচা, গলা হার হাড্ডিকে পুনর্জীবিত করবে? তুমি বলে দাও তাকে উনি পুনর্জীবিত করবেন তিনি যিনি, ওটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যস্ত তো তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত (ইয়াছিন ৩৬/৭৭ -৭৯)।

২। আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত হওয়া:

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন

اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَومَ عَليكَ حَسِيبًا

তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমি যথেষ্ট (ইশরা ১৭/১৪)। অতঃপর যখন তারা স্ব স্ব আমলনামা দেখবে, তখন সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ووضع الكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا ويَلْتِنَا مَالِ هَذَا الكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

সেদিন উপস্থিত করা হবে প্রত্যেকের আমলনামা। অতঃপর তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতঙ্কিত। এ সময় তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন আমলনামা যে ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবকিছুই লিখে রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সমূহকে উপস্থিত দেখতে পাবে। বাস্তত: প্রতি জুলুম করেন না" (কাহফ ১ ৮/৪৯)

ইচ্ছাকৃতভাবে হীনকর কাজ করা:

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعلَهُ وَيَخِيطُ تَربَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُ كَمْ فِي بَيْتِهِ وَقالت : كَانَ بَشَراً مِنَ البَشَر يَعْلِى ثُوبَهُ وَيَحلُبْ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ -

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের জুতা নিজে সাফ করতেন, সাপ করতেন ও বাড়ির নানাবিধ কাজ করতেন, যেমন তোমরা করে থাকো। তিনি বলেন রাসূল (সা.) অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ের উকুন বাছতেন, ছাগী দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ করতেন।

আল্লাহ সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন, সবসময় একতা মনে রাখা:

আল্লাহ বলেন

إِذ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يَلفظ مِن قَولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينَ عَـ

মনে রেখ দু'জন গ্রহনকারী ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে সর্বদা তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। সে মুখে যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার সদা তৎপর প্রহরী তার নিকটে অবস্থান করে (ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)

হাদিসে জিব্রিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন

أن تعبد اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِن لَم - تَكُم تَراهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ

তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তা না পারো তবে এমন ভাবে যেন তিনি তোমাকে দেখছেন। ১১১

গরীব ও ইয়াতীমদের সঙ্গে থাকা ওর রোগীর সেবা করা:

রাসুল (সা.) বলেন তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তলাশ করো তালাশ কর। ১১২ অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। জৈনিক ব্যক্তি রাসুল (সা.) কে তার অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ পেশ করলে তিনি তাকে বললেন

امسح رأس الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ المِسْكِينَ

তুমি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান কর। ১১৩ তিনি বলেন,

إن المُسلِمِ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المسلم لم يزل في خُرفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرجِعَ -

একজন মুসলমান যখন অন্য একজন মুসলমান রোগীর সেবা করে তখন সে জান্নাতের বাগিচায় অবস্থান করে। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ১১৪ তিনি বলেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন হে আদম সন্তান আমি পীড়িত ছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি বান্দা বলবে যে আমার প্রতিপালক কিভাবে আমি আপনার সেবা করব? অথচ আপনি বিশ্ব চরাচরে পালনকর্তা। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পিরিত ছিল, অথচ তুমি তার সেবা করনি? যদি তুমি তাকে সেবা করতে, তাহলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। ১১৫

অহংকারী পোশাক ও চালচলন পরিহার করা:

পোশাক স্বাভাবিক ও সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হতে হবে। কেননা আল্লাহর সুন্দর তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন ১২০ এবং তিনি বান্দার উপর তার নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন। ১২১ কিন্তু স্বাভাবিক পোশাকের বাইরে অপ্রয়োজনে আরম্বরপূর্ণ কোন পোশাক পরিধান করা রিয়ার পর্যায় পড়ে যাবে। যা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে অনেকে ফিতনায় পড়েন ও তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়। অনেক মসজিদে বিশেষ মুসল্লিদের জন্য বিশেষ স্থান ও জায়নামাজ দেখা যায়। এমনকি কারো জন্য বিশেষ দরজা ও নির্দিষ্ট থাকে।

যেগুলি নিঃসন্দেহে অহংকারের অন্তর্ভুক্ত গোপন আমল:

নির অহংকার ও রিয়ামুক্ত হওয়ার অন্যতম পন্থা হলো গোপন আমল করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

سَبْعَةٌ يُضِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَومَ لَا ضِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَا ضَت عَيْنَاهُ -

ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেনীর লোক আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে, যেদিন তার ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো ঐ ব্যক্তি যে গোপনে ছাদাক্বা করে এমনভাবে যে ডান হাত যা ব্যয় করে বাম হাত তা জানতে পারেনা এবং ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরন করে, অতঃপর দুচোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এ জন্য তাহাজ্জুদের সালাত রাত্রির শেষ প্রহরে একাকী নিরিবিলি পড়তে বলা হয়েছে (মুযযাম্মিল ৭৩/২-৩, ২০)

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা:

যদি কেউ আল্লাহর ভয়ে কাদতে পারে, তবে তার চোখের পানিতে অহংকার ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূল (সা:) এরশাদ করেন।

لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِن خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنْ الصرع

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। যেমন দুধ পুনরায় পালানে প্রবেশ করেনা। ১২৩ তিনি বলেন যার হাতে আমার জীবন তার ক্বসম করে বলছি আমি যা যানি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা কাদতে বেশি হাসতে কম। ১২৪ তিনি বলেন আল্লাহর ক্বসম আমি জানি না। আল্লাহর কসম আমি জানিনা। অথচ আমি আল্লাহর রাসুল: কী হবে সেদিন আমার, ও কী হবে সেদিন তোমার। ১২৫ হযরত আনাস (রা:) বলেন তোমরা তোমাদের অনেক পাপকে চুলের চাইতে সুক্ষ মনে করো। অথচ রাসূল (সা:) এর যামানায় আমরা যে গুলিকে ধ্বংস কারী মনে করতাম। এক্ষনে অহংকারের মত মহাপাপ হৃদয়ে জাগ্রত হলে সেটাকে দ্রুত দমন করতে হবে, যা সহজেই অনুমেয়।

মানুষকে ক্ষমা করা ও সর্বদা নম্রতা অবলম্বন করা:

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন,

مَا زَادَ اللَّهُ عَبدًا بعفو إلا عزا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا - رَفَعَهُ اللهُ

বান্দা কাউকে ক্ষমা করলে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যখন সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তখন তিনি তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। তিনি বলেন,

إِنَّ الرِّفقَ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ الأَزَانَهُ وَلا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

কোন বস্তুতে নম্রতা থাকলে সিট তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তা প্রত্যাহার করা হলে সেটি দোষ মুক্ত হয়ে পড়ে। ১২৮

যে অহংকার শোভনীয়:

১। যখন মানুষ মিথ্যা ছেড়ে সত্যের অনুসারী হয়, সে তার জন্য অহংকার করতে পারে। যেমন কুফুর ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা। (২) যদি কেউ জাল ও যঈফ হাদীস ছেড়ে ছহীহ হাদিসের উপর আমল শুরু করে, তবে তার জন্য সে গর্ব করতে পারে। (৩) যখন কোন ব্যক্তি বাতিল ছেড়ে ফিরক্বা নাজিয়াহর অন্তর্ভূক্ত হয়, তখন সে ঐ জামাআতের উপর গর্ব করতে পারে। যেমন হযরত ছওবান (রা:) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন।

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُم مَن خَذَ لَهُم حَتَّى يَأْتِي أَمِرُ اللَّهِ وَهُم كَذَا

চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ হকপন্থী জামাআত হল আহলুল হাদীস। তিনি বলেন যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্য থাকতে চায়, সে যেন জামা' আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়। (৪) হকপন্থী দলের নাম অহংকার। যেমন হোনায়েন এর যুদ্ধের দিন বিপর্যয়কর অবস্থায় রাসুল (সা:) এর হুকুমে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী আব্বাস (রা:) হোদায়বিয়ার বৃক্ষতলে মৃত্যুর উপরে বায়' আত গ্রহনকারী ছাহাবীদের ডেকে বলেন

أَينَ اصْحَابُ السَّمْرَةِ يَا مَعْشَرَ الأَنصَارِ

সামুরা বৃক্ষের সাথীরা কোথায় হে আনসারগণ একইভাবে বাতিলে অন্ধকারে আহলে হাদীষ এর পরিচয় নিঃসন্দেহে সত্যের অহংকার। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। (৫) উচ্চ বংশের অহংকার। যেমন একই যুদ্ধে একই অবস্থায় খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে তেজস্বী কণ্ঠে রাসূল (সা:) বলে ওঠেন।

يَا مَعْشَرَ الأَنصَارِأَنَا ابْنُ عَبدِ الْمُطَّلِب

আমি নবী মিথ্যা নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

উপসংহার:

হাফেজ সাহাবী (রা:) বলেন অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হলো ইলমের অহংকার। কেননা তার ইলম তার কোন কাজে আসেনা। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, জ্ঞান তার অহংকারকে চূর্ন করে দেয় এবং তার অন্তর আল্লহর ভয়ে ভীত থাকে। যে নিজেকে হীনমনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। একটু উদাসীন হ'লেই ভাবে এই এই বুঝি ছিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হ'লাম ধ্বংস হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য সে অন্যের উপর অহংকার করে এবং তাদেরকে হীন মনে করে। আর এটি হলো সবচেয়ে বড় অহংকার(أعبر العين)। আর ঐ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। যার অন্তরে কনা পরিমান অহংকার রয়েছে। লা হাওলা ওলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ১৩৬ পরিশেষে বলব জাত-পাত, দল-মত ও যাবতীয় মিথ্যার অহংকার ছেড়ে আল্লাহ প্রেরিত মহাসত্যের দিকে ফিরে আসা এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরন করা আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। বান্দার কোন অহংকার থাকলে তা হবে কেবল সত্যের অহংকার। অন্য কিছুর জন্য নয়। আল্লাহ বলেন:

- إِنَّمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا الَّرِنَ إِذَا ذُكَرُ وا بِها خَرُ وا سُجَّداً وَسَب الْحَمدِ رَبِّهِم وَهُم لا يَسْتَكْبِرُونَ -

তারাই (প্রকৃত) ঈমান আনে যখন তারা উক্ত আয়াত সমূহে দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তখন তারা সিজাদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রসংশা জ্ঞাপন করে এমন অবস্থায় যে তারা কোনরুপ অহংকার প্রদর্শন করেনা' (সাজদাহ ৩২/১৫) অত্র আয়াতটি পাঠ করলে বা শ্রবন করলে সাথে সাথে একটি সিজদাহ করা মুস্তাহাব। এটি কুরআনের ১০ সিজদাহ। আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যা অহমিকা ও তার কুফল হতে রক্ষা করুন আমিন।